Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 22, Issue: 85 | submission: 2026-03-28
January-March, 2026 | Published : 2026-05-10
DOI: 10.58666/iab.v22i85.352

Existing Legal Frameworks for Food Safety Management in Bangladesh : A Critique from the Perspective of Islamic Legal Maxims

Muhammad Rezaul Hossain*
Mohammad Anisur Rahman **

Abstract

Food safety management constitutes a critical global and national imperative, inextricably linked to public health. While various statutes and policies have been enacted to ensure food safety in Bangladesh, efficacious implementation remains a formidable challenge. This research analyzes food safety management through the prism of Islamic Legal Maxims, elucidating Islamic directives regarding the production, preservation, and consumption of safe sustenance. The study initially delineates the conceptual framework and necessity of food safety, followed by an exposition of dietary narratives derived from the Qur'an and Hadith, emphasizing the principles of sanctity, purity, and the binary of Halal (permissible) and Haram (prohibited). Subsequently, the significance of food safety is expounded in light of Islamic Legal Maxims. The research further explores Islamic normative protocols regarding food production and consumption, such as maintaining the ontological purity and refinement of comestibles, the prohibition of adulteration, the avoidance of excessive processing, and the exclusion of substances deleterious to human physiology. Analyzing the pertinence of these Islamic injunctions within modern food systems reveals that Shari'ah mandates are profoundly congruent with contemporary health sciences and food security benchmarks. An evaluation of the current legal apparatus in Bangladesh suggests that while existing laws and policies are largely harmonious with Islamic legal tenets, structural infirmities persist in their enforcement. Based on these findings, the study recommends the robust fortification of legal implementation in accordance with Quranic and Prophetic traditions, the institutionalization of ethical conduct in food production and marketing, and the escalation of public awareness. As a comprehensive code of life (Al-Deen), Islam provides explicit directives for ensuring food security and purity. The operationalization of food safety management based on Islamic Legal Maxims would significantly enhance the food security landscape in Bangladesh, yielding a positive impact on public health.

Keywords : Safe food, Halal, Haram, Islamic Guidence, Islamic Legal Maxims, Conventional Law.

* Dr. Muhammad Rezaul Hossain is an Associate Professor Department of Islamic Studies Jagannath University, Dhaka. e-mail: rsenterprise7441@gmail.com
** Mohammad Anisur Rahman is a PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka. E-mail: ar01818727388@gmail.com

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত আইন : ফিকহী মূলনীতির আলোকে একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ও জাতীয় বিষয়, যা জনস্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণীত হলেও কার্যকর বাস্তবায়ন এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। এই গবেষণায় ফিকহী মূলনীতির আলোকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইসলাম কীভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে, তা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় প্রথমে নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও তার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কুরআন ও হাদিসের আলোকে খাদ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে খাদ্যের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা এবং হালাল ও হারামের মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ফিকহী মূলনীতির আলোকে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণায় আরও আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে, যেমন–খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও পরিশুদ্ধতা বজায় রাখা, ভেজাল মুক্ত রাখা, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করা এবং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান পরিহার করা। আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থার সাথে ইসলামের এসব নির্দেশনার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ইসলামী বিধানসমূহ আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খাদ্য নিরাপত্তার মানদণ্ডের সাথে সুসংগত। বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বর্তমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা ইসলামী আইনের সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। গবেষণার আলোকে সুপারিশ করা হয়েছে যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন বাস্তবায়ন জোরদার করা, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্যের নিরাপত্তা ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফিকহী মূলনীতির আলোকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার চিত্র আরও উন্নত হবে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মূলশব্দ : নিরাপদ খাদ্য, হালাল, হারাম, ইসলামি দিকনির্দেশনা, ফিকহী মূলনীতি, প্রচলিত আইন।

ভূমিকা

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। মানব শরীরের বিকাশ, ক্ষয়রোধে ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর অত্যাবশকীয় উপাদান খাদ্য। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে হালাল ও পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা ইসলামের সামগ্রিক জীবনবিধানের একটি অপরিহার্য অংশ। এই নির্দেশনাগুলো কেবল খাদ্যের পরিমিতি ও মানের দিক থেকে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যব্যবস্থাপনায় ইসলামের নীতি স্বাস্থ্য, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও আধুনিকায়নের ফলে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থায় নানা চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। ফলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এখন জাতীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর কিছু নিয়মনীতি রয়েছে যা খাদ্যের নিরাপদ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেয়। এছাড়াও যদি ডফকহী মূলনীতির আলোকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়, তাহলে তা শুধু ব্যক্তি ও সমাজের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাই নয়, বরং ন্যায়বিচার, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিকতার মতো ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখবে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research)। এ গবেষণায় মূলত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং বর্ণনার মাধ্যমে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যা বর্ণনামূলক গবেষণা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থায় বাংলাদেশের নীতিমালা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামের দিকনির্দেশনাবলি ডফকহী মূলনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

খাদ্য নিরাপত্তা আধুনিক বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক ইস্যু। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে খাদ্যে ভেজাল, দূষণ এবং অনিরাপদ প্রক্রিয়াজাতকরণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে ইসলামি শরিয়াহ খাদ্য গ্রহণে হালাল ও তায়্যিব (পবিত্র, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর) নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। Kharis Nugroho ও অন্যান্য পরিচালিত গবেষণায় গবেষণায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, "হালালান তায়্যিবান" নীতি খাদ্যের বৈধতা ছাড়াও স্বাস্থ্যকরতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদান করে।[1] Mohd Farhan Md Ariffin ও অন্যান্য রচিত গবেষণায় হাদিসের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা, প্রতারণা পরিহার এবং জনস্বার্থ রক্ষা ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা। গবেষণাটি দেখায় যে ইসলামে শুধু হালাল হওয়া যথেষ্ট নয়, খাদ্যকে পরিষ্কার, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর (তাইয়্যেব) হতে হবে।[2] অন্যদিকে Rahman প্রমুখের গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ইসলামের খাদ্যবিধান ও আধুনিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। তারা উল্লেখ করেন যে ইসলামে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের প্রতিটি ধাপে পরিচ্ছন্নতা ও সততার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গবেষণাটি দেখায় যে ইসলামি খাদ্য নীতিতে স্বাস্থ্যবিধি, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্তা সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[3] এছাড়াও Wahyudi প্রমুখ তাদের গবেষণায় খাদ্য নিরাপত্তাকে মাকাসিদুশ শরিয়াহর আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা মূলত মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যা শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি।[4] এক গবেষণায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামের তাহারাহ (পবিত্রতা), হালাল নীতি এবং জীবন রক্ষার নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে হালাল সার্টিফিকেশন শুধু ব্যবসায়িক লেবেল নয়, বরং একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।[5] ইসলামে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল দুটি পয়েন্ট তথা হালাল খাদ্য গ্রহণ এবং হারাম খাদ্য বর্জনের বিষয়েও গবেষণায় ফুটে উঠেছে।[6] এছাড়াও গবেষণায় হালাল খাদ্য মুসলমানদের অধিকার বলে অবিহিত করেছেন, পাশাপাশি মুসলমানদেরকে ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের

---

1. Kharis Nugroho, Zaduna Fiddarain, Muhammad Hilmie & Miftah Khilmi Hidayatulloh, "Conceptual Analysis of Food Safety Based on Ethical and Legal Perspectives in the Qur'an and Hadith", *Taqaddumi : Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 4, no. 2 (2024), pp. 135-147
2. Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Sa'adan Man, "Parameters of food safety from the perspective of Hadith", *Online Journal of Research in Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1(2018), pp. 49-64
3. Muhammad Mufizur Rahman, Mst Minara Khatun, M. Hasibur Rahman & Nazma Parvin Ansary, "Food safety issues in Islam", *Health, Safety and Environment*, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 132–145.
4. Rofiul Wahyudi, Lu'liyatul Mutmainah & Maimunah Binti Ali, "Halal food based on maqasid al-shari'ah perspective", *Journal of Halal Science and Research,* 2021, pp 43-50
5. Dr. Syed Hamid Farooq Bukhari, "Purity and Protection Islamic Standards in Halal Certification and Food Safety", *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities*, Vol. VII, No. 3 (July – Sep 2023), pp. 66-73
6. Marwan Haddad, "An Islamic perspective on food security management", *Water Policy*, vol 14, Issue 1, 2012, pp. 121-135

পরামর্শ দিয়েছেন।[৭] বিভিন্ন গবেষণায় খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি, ক্রেতা-বিক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করেন এবং খাদ্যপণ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায় তুলে ধরেন।[৮] নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মজুদদারী, মুনাফাখোরী প্রতিরোধে ইসলামি বিধি-বিধান সম্পর্কিত গবেষণাও পরিচালিত হয়েছে।[৯] এছাড়াও ভোক্তা অধিকার বিষয়ক গবেষণায়ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ্যণীয়।[১০] নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ড. মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বর্ণনা ইসলামের নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[১১]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণনে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক বা ভেজাল মেশালে কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা তদারকির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইনে প্রয়োগজনিত, শাস্তির মাত্রা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিবেচনায় অসম্পূর্ণ এবং সংশোধন জরুরি।[১২] একই সাথে আইন থাকা সত্ত্বেও যথাযথ প্রয়োগ, তদারকি এবং জনসচেতনতার অভাব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।[১৩] এ

7. Palmawati Tahir & Muhamad Muslih, "Halal and Safe Food in Islamic Law", *Batulis Civil Law Review*, Volume 4, Issu 1, May 2023, pp. 37-50
8. Md. Zafar Ali, The Instructions of the Prophet (PBUH) to Prevent Adulteration in the Manufactured Food Products", *Islami Ain O Bichar,* Vol. 18, Issue: 69-70, 2022; Amirul Islam, "Islamic Guidelines for Preventing Food Adulteration the Food Vendor's Practice context", *Islami Ain O Bichar,* Vol. 19, Issue: 76, 2023; Amirul Islam, "The Behavioral Role of the Buyer in the Adulteration of Food: An Islamic Perspective", *Islami Ain O Bichar,* Vol. 20, Issue: 79-80, 2024.
9. Abula kalam patoyari, "Munaphakhori, majudadari, drabyamulyera urdhbagati o bhejal pratirodhe karaniya: Islami dristikon", *Islami Ain O Bichar,* Vol. 5, Issue: 20, 2009; Vol. 5, Issue: 21, 2010
10. Ihtesamul Haque, Consumer Rights: Bangladesh Perspective", Islami Ain O Bichar, Vol. 8, Issue: 30, 2012; Mehedi Hasan, Consumer Behaviour in the Light of Islam", Islami Ain O Bichar, Vol. 17, Issue: 66, 2023, pp. 75-102.
11. Dr. Mohammad Saleh Uddin, "Food Security and Islam: Perspective Sustainable Development Goal", *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 11, Issue 2, July-December 2021, pp. 47-60
12. M. Mufizur Rahman, S. M. Lutful Kabir, M. Minara Khatun, M. Hasibur Rahman & Nazma Parvin Ansari, "Past, present and future driving force in the enforcement and management of food safety law in Bangladesh", *Health, Safety and Environment*, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 103-122
13. Rashed Noor & Farahnaaz Feroz, "Food safety in Bangladesh: A microbiological perspective", *Stamford Journal of Microbiology*, Vol. 6,

গবেষণায় আরো দেখানো হয়েছে যে, খাদ্য নিরাপত্তার মাইক্রোবায়োলজিক্যাল দিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, খাদ্য দূষণ ও স্বাস্থ্যবিধির অভাব খাদ্যবাহিত রোগের প্রধান কারণ।[১৪] এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনায় ইসলামি নির্দেশনার সাথে মিল-অমিল এবং ইসলামি নির্দেশনার আলোকে করণীয় তুলে ধরা হয়েছে।[১৫] একইসাথে বিভিন্ন গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ভোক্তা তথা ক্রেতা এবং বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য ফুটে উঠেছে।[১৬] একইভাবে Aishawarya Arefin ও অন্যান্য রচিত গবেষণায় ঢাকা শহরের ভোক্তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভোক্তা অধিকার বিষয়ে ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি দেখায় যে নিরাপদ খাদ্য আইন থাকলেও অনেক ভোক্তা আইন ও অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতন নয়, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধা সৃষ্টি করে, [১৭] যা সমগ্র বাংলাদেশের সামগ্রিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণে আইন থাকলেও আন্তর্জাতিক মান বিবেচনায় এ সকল আইন যথেষ্ট নয়। বিশেষত শাস্তির ধারাসমূহ যথাযথ নয়। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে যে কার্যকর আইন ও প্রয়োগ ছাড়া খাদ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। এতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[১৮]

Issue 1, 2016, pp. 1-6; Md. Yusuf Ali, "Food safety in Bangladesh", *Faridpur Medical College Journal*, Voll. 9, issue 2, p. 60

14. Rashed Noor & Farahnaaz Feroz, "Food safety in Bangladesh: A microbiological perspective", *Stamford Journal of Microbiology*, Vol. 6, Issue 1, 2016, pp. 1-6
15. Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, "The Competition Act, 2012 : A Shari'ah Review", Islami Ain O Bichar Journal, Vol. 19, Issue:76, October-December 2023; pp. 61-76; Muhammad Mofazzal Hossain Rasel & Muhammad Omar Faruq, "Marketing principles in the light of Islam", *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 12, Issue 2, July-December 2022, pp. 126-145; Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, "Advertising Policy in Bangladesh: An Analysis in the Light of Islamic instructions", *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 11, Issue 2, July-December 2021, pp. 61-76
16. Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, "Consumer Rights Protection Act 2009 : A Review in the Light of Islamic instructions", *Jagannath University Journal of Arts,* Volume 13, Issue 2, July-December 2023, pp. 236-255; Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, "Responsibilities of Buyer-Seller in Business from an Islamic Perspective: A Review", *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 13, Issue 1, January-June 2023, pp. 134-148
17. Aishawarya Arefin, Paroma Arefin, Md. Shehan Habib and Md. Saidul Arefin, "Study on Awareness about Food Adulteration and Consumer Rights among Consumers in Dhaka, Bangladesh", *Journal of Health Science Research,* Vol 5(2), 2020, 69-76
18. S M Solaiman and Abu Noman Mohammad Atahar Ali, "Rampant Food Adulteration In Bangladesh: Gross Violations Of Fundamental Human Rights With Impunity", *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law,* Volume 14:

আইনী দুর্বলতা ও জনসচেতনতার ঘাটতির পাশাপাশি দুর্নীতি বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় একটি বড় বাধা হিসেবে উপস্থিত। "ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ" 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশাসনিক, আইনি ও তদারকি ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে। গবেষণায় দূষিত খাদ্য, দুর্বল আইন প্রয়োগ, সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতির মতো সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো উঠে এসেছে, যা উত্তরণে কার্যকর আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ ও তদারকি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।[১৯]

উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামি শরিয়াহ খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে একটি শক্তিশালী নৈতিক ও আইনি ভিত্তি প্রদান করে, যা আধুনিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামি আইন, খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা, খাদ্যে হালাল, হারাম এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামের দৃষ্টিতে ভোক্তার অধিকার এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের আইন, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থা নিয়েও গবেষণা লক্ষ্য করা। বেশিরভাগ গবেষণায় সাধারণভাবে কুরআন-হাদিসের আলোকে নৈতিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু ডফকহী মূলনীতির আলোকে, যেমন মাসালাহ (জনকল্যাণ), সাদ্দুয্ জারায়ি (অপরাধের পথ রোধ), লা দরার (ক্ষতি না করা), হিসবা নীতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে খাদ্য নিরাপত্তা আইনের মূল্যায়ন করা হয়নি। এই গবেষণা ঘাটতি পূরণ করলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Food Safety Management) সাধারণত একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, যেখানে খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা এবং আইনগত তদারকিসহ সবকিছু একসঙ্গে কাজ করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ব্যাপকার্থে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ এবং ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে এমন সব নীতি, মানদণ্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণ করাকে বোঝায়, যার

Issue 1-2, Pp. 29–65; Nayla Basma, "Addressing the Human Rights Violation of Food Adulteration in Bangladesh", The Journal Of Global Health, Vol. VII, Issur ii, 2017, pp. 54-58

19. Md Sahanur Rahman, *Nirapad khadya niacitkaran: Suaasaner cyalenj O uttaraner upay* (Dhaka: Transparency International Bangladesh – TIB, 2014)

মাধ্যমে খাদ্যকে ভেজাল, দূষণ, জীবাণু বা ক্ষতিকর উপাদান থেকে মুক্ত রেখে মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করা হয়।[২০] আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে এমন সব শর্ত ও কার্যক্রমের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা নিশ্চিত করে এবং খাদ্যজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ করে।[২১] নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুসারে - "নিরাপদ খাদ্য" অর্থ - প্রত্যাশিত ব্যবহার উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য।"[২২]

উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, বিপনন ও খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে খাদ্য ভোগের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। এ সকল পর্যায়ে নিরাপত্তা বিধান করাকেই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। সর্বোপরি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া, যেখানে খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১. কাঁচামালের নিরাপত্তা (Raw Material Safety) : খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাঁচামাল অবশ্যই নিরাপদ ও মানসম্মত হতে হবে। দূষিত বা ভেজাল কাঁচামাল ব্যবহার করলে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং তা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

২. স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (Hygienic Processing and Production) : খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত কর্মী খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

৩. সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা (Storage and Transportation) : খাদ্য যথাযথ তাপমাত্রা ও পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবহনের সময়ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ভুল সংরক্ষণ বা পরিবহনের কারণে খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪. মাননিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ (Quality Control and Monitoring) : খাদ্যের মান নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

20. World Health Organization, *Food Safety* (Geneva: WHO, 2022), p.1
21. Food and Agriculture Organization, *Food Safety and Quality Management Szstems* (Rome: FAO, 2020), p. 3.
22. Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the Republic of Bangladesh, Food safety Act. 2013, Act No. 43 of 2013, Dhaka, 10 October, 2013, Section No.- 2.17

পরীক্ষাগার বিশ্লেষণ, তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব।

৫. আইনগত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (Legal Regulation and Enforcement) : খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৬. ভোক্তা সচেতনতা (Consumer Awareness) : ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সচেতন ভোক্তা খাদ্যের গুণগত মান যাচাই করে এবং নিরাপদ খাদ্যের দাবি তোলে, যা বাজারে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহে সহায়ক।

ফিকহী মূলনীতির আলোকে নিরাপদ খাদ্য

যুগে যুগে ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ফিকহী মূলনীতি গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলোর আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। নিম্নে তা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার নিরিখে বিশ্লেষণ করা হলো:-

মূলনীতি এক : أصل الشيء الإباحة (কোন বিষয়ের মূল অবস্থা হলো অনুমোদিত বা বৈধ)

ইসলামে কোন জিনিস হারাম করতে দলীলের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু হালাল হওয়ার জন্য কোন দলিল প্রয়োজন পড়ে না। কারণ প্রত্যেক জিনিসের মূল অবস্থাই হলো বৈধ। যদি কেউ কোন বস্তু হারাম করতে চায় সে ক্ষেত্রে তার হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল উপস্থাপন করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়া'লা কুরআনুল কারিমে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعا﴾

জমিনে যা কিছু রয়েছে সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৩]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[২৪]

উক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়া'লা জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছু আমাদের জন্য। এই আয়াতের আলোকে আমাদের জন্য সকল বস্তু ব্যবহারযোগ্য ও সকল খাবার গ্রহণযোগ্য, যদি এর বিপক্ষে কোন দলিল না থাকে। যদি কোন বস্তু বা খাদ্য হারাম করা হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য নয়। হাদিস শরীফে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكلون أشياءَ، ويترُكون أشياءَ تقذُّرًا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيَّهُ، وأنزَلَ كتابَهُ، وأحَلَّ حلالَهُ، وحرَّم حرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سكَت عنه فهو عَفْوٌ

---

23. Al-Quran, 2:29
24. Al-Quran, 5:87

জাহেলী যুগের লোকেরা কিছু জিনিস খেত এবং কিছু জিনিস ঘৃণাবশত পরিত্যাগ করত। এরপর আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবীকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন, তা হালাল, এবং যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যার ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন, তা ক্ষমার যোগ্য (অনুমোদিত)।[২৫]

উক্ত মূলনীতির আলোকে সকল খাবার বৈধ, যদি স্পষ্টভাবে কুরআন এবং হাদিসে কোন খাবারের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আসে তাহলে তা অবৈধ। যেমনটা আল্লাহ তায়া'লা কুরআনুল কারিমে বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ،

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোস্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু, গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু, প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু, উপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্তু, অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু ; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ।[২৬]

যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা এ সকল খাবার হারাম করেছেন তাই এগুলো খাওয়া যাবে না, বিক্রিও করা যাবে না।

মাছ ও মাছজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ এর ধারা ৪-৫ অনুসারে মাছ ও মাছজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে মান নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে মাছ হালাল, পবিত্র, স্বাস্থ্যসম্মত; যদি না তাতে কোনো ভেজাল মিশ্রণ না হয়। তাই প্রকৃতিগতভাবে হালাল ও পবিত্র এ পণ্যের পবিত্রতা যেন রক্ষিত হয়, সে লক্ষ্যে এ আইন প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আইন ২০১৪ এর ধারা ১০ অনুসারে হোটেল ও রেস্টুরেন্টে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করতে হবে। খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ইসলামের তাহারাত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এর ধারা ৪-৫ অনুসারে মাছ ও প্রাণী খাদ্যের মান নির্ধারণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হবে যে খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ। মাছ স্বভাবতই হালাল, হালাল প্রাণীর মাংসও স্বভাবতই হালাল, তাই এগুলো উৎপাদনে যেন কোনো ক্ষতিকর উপাদানের প্রয়োগ

---

25. Abū Dauad Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani, *As-Sunan* (Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H), Hadith No: 3800
26. Al-Quran, 3:5

না হয়, তা নিশ্চিত করা ইসলামের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি কুরআনের “হালাল ও তায়্যিব” নীতির সাথে সামঞ্জস্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

হে মানবজাতি! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর।[২৭]

আইনের এই ধারা খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যা ইসলামের “তায়্যিব” (স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য) নীতির বাস্তব প্রয়োগ।

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর ধারা ৩০-৩২ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে মান ও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার্থে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা। এটি ইসলামের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[২৮]

সর্বোপরি, খাদ্য উৎপাদনের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা ইসলামের তাহারাত নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মূলনীতি দুই : الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে)

এই মূলনীতি ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। এটি দেখায় যে ইসলাম কষ্ট ও কঠোরতার ধর্ম নয়; বরং প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বিষয়কেও সীমিত পরিসরে বৈধতা দেয়। তবে শর্ত হলো, তা শুধু চরম প্রয়োজনের জন্য হতে হবে এবং প্রয়োজন শেষ হলে স্বাভাবিক বিধান পুনরায় কার্যকর হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে খাবে না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের কাছে বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র।[২৯]

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“তিনি আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু যে

27. Al-Quran, 2:168
28. Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj, As-sahīh (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabi, 1999), Hadith No: 534/1
29. Al-Quran, 6:119

নিরুপায় অথচ নাফরমান এবং সিমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোনো পাপ হবে না । নিশচই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৩০]

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩১]

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি কেউ চরম প্রয়োজনের মুখোমুখি হয় (যেমন অনাহারে মৃত্যুর শঙ্কা থাকে), তাহলে সাধারণত নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الخطاء وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য ভুল, বিস্মৃতি এবং যে বিষয়ে তাদের বাধ্য করা হয়েছে, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩২]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কেউ যদি চরম প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ কোনো কাজে বাধ্য হয়, তবে তা ক্ষমাযোগ্য।

এ মূলনীতি অনুসারে হারাম খাদ্যও গ্রহণ করা যাবে যদি তা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে। যেমন ঔষধের ক্ষেত্রে আমরা অনেক নেশা জাতীয় দ্রব্য মেশানোর কথা জানি তবুও আমাদের সুস্থতার জন্য আমাদের তা গ্রহণ করতে হয়। এছাড়াও কোন ব্যাক্তি যদি এমন জায়গায় অবস্থান করেন যেখানে হালাল খাদ্য পাওয়া যায় না বা হালাল খাদ্য কিনার সামর্থ্য নেই সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন অনুপাতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য হারাম খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ এর ধারা ৪ অনুসারে সরকারি অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন উৎপাদন, আমদানি বা সংরক্ষণ করা অপরাধ। এই ধারা ক্ষতিকর রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রতিরোধ করে সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে। ফরমালিন প্রকৃত অর্থে খাদ্যদ্রব্য বিবেচনায় ক্ষতিকর হলেও ওষধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার মানবদেহের জন্য উপকারী। তাই এ আইনে এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করণে লাইসেন্স ব্যতীত উৎপাদন, আমদানি ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে। এটি ফিকহী মূলনীতি ‘প্রয়োজনে হারাম তথা নিষিদ্ধ বস্তুও হালাল বিবেচনা’ রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও ইসলামে সমাজের ক্ষতিকর কাজ প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার রীতিও এখানে প্রয়োগযোগ্য। কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

“পৃথিবীতে সংশোধনের পর আবার অশান্তি সৃষ্টি করো না।”[৩৩]

30. Al-Quran, 2:173
31. Al-Quran, 5:3
32. Imam Abu-daudh, Op.cit, Hadith No: 3578
33. Al-Quran, 7:56

মূলনীতি তিন : لا ضرروﻻ ضرار (নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না, অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করো না)

এটি একটি হাদিস তবে ফকিহ্গণ এটাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যা মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।[৩৪]

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।[৩৫]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচার করার নির্দেশ দেন।[৩৬]

হাদিস শরীফে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না, এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করো না।[৩৭]

مَن ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَن شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.

যে ব্যক্তি (অন্যের) ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন, এবং যে ব্যক্তি (অন্যের জন্য) কষ্ট সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তাকে কষ্টে ফেলবেন।[৩৮]

উল্লিখিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ক্ষতির নীতিকে নিরুৎসাহিত করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ক্ষতি এড়ানোর নির্দেশ দেয়। এটি ইসলামি আইনের একটি মৌলিক নীতি, যা মানুষের কল্যাণ ও ইনসাফ নিশ্চিত করে।

এই মূলনীতির আলোকে খাদ্য ভেজাল দেওয়া যাবে না, হারাম খাদ্য বিক্রি করা যাবে না, কাউকে ওজনে কম দেওয়া যাবে না, খাদ্যের ক্ষতিকর কোন দ্রব্য মেশানো যাবে না। একই সাথে ব্যক্তি নিজেও ভেজাল খাদ্য, হারাম খাদ্য, নেশা জাতীয় দ্রব্য, ক্ষতিকর কোন খাবার গ্রহণ করতে পারবে না। বাংলাদেশে খাদ্যে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫)-এর ধারা ৬ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক বা বিষাক্ত উপাদান খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার, মিশ্রণ, মজুদ বা বিক্রয় করতে পারবে না। এই বিধানের আওতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট, ডি.ডি.টি., পি.সি.বি. তেলসহ বিভিন্ন

34. Al-Quran, 4:29
35. Al-Quran, 2:195
36. Al-Quran, 16:90
37. Mālēk bin ānās bin āmēr, *Muẏāttā* (ābu dābawi: mu'āsasāsātu jāẏēd bin sulatān, 1425H), Hadith No: 2/745
38. Imam Abu-daud, Op. cit., Hadith No: 3635

ক্ষতিকর রাসায়নিক, কীটনাশক, রঞ্জক বা অন্যান্য বিষাক্ত সংযোজন খাদ্যে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর ধারা ৩৪ অনুসারে কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে নিয়োজিত কেউ যদি ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ তৈরি, পরিবেশন বা বিক্রয় করায়, তা নিষিদ্ধ। এর দ্বারা মূলত খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের বিধান করা হয়েছে। এ আইনের ৩৫ অনুসারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ/প্রক্রিয়া অনুশীলনের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে, এমন কোনো প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইনের ধারা ৩৬ অনুসারে কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে নিয়োজিত কেউ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করতে পারবেন না। এছাড়াও এ আইনের ৪১, ৪২ এর দ্বারা খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক, বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদান মেশানো নিষিদ্ধ এবং অপরাধীদের শাস্তির বিধান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি নিজে বা তার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রবিধান বা প্রচলিত অন্য আইনে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ, কিংবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোনোভাবে উপস্থিত ভারী ধাতু খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। অতএব, নির্ধারিত নিরাপদ সীমার অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় উপাদান বা ভারী ধাতুসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন বা বিক্রয় করা উক্ত আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ আইনে ধারা ৪৪ দ্বারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা দূষণকারী দ্রব্য খাদ্য স্থাপনায় সংরক্ষণ করা আইনত নিষিদ্ধ। এই ধারাগুলো ইসলামি আইনের ক্ষতি প্রতিরোধ নীতির বাস্তব প্রতিফলন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২ দ্বারা ভেজাল বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য উৎপাদন বা বিক্রি করাকে অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ আইনের ৫৯ ধারায় ভোক্তার অভিযোগের ভিত্তিতে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে অন্যের অধিকার নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ.

কারও প্রতি অন্যায় করলে তার কাছ থেকে ক্ষমা বা প্রতিকার গ্রহণ কর।[৩৯]

ভোক্তা অধিকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ধারা ৪৫ অনুসারে ওজনে বা পরিমাপে কম দেওয়া বা প্রতারণা করা অপরাধ। ওজনে কম দেওয়া

[39]. Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ Al-Sahīh* (Beirut: Dar At toukon Najat, 1422 H), Hadith No:

ইসলামে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটি ইসলামি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।[৪০]

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর কয়েকটি ধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধারাগুলো ইসলামের ন্যায়বিচার, প্রতারণা নিষিদ্ধকরণ এবং জনস্বার্থ রক্ষার নীতির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দণ্ডবিধির ধারা ২৭২ অনুসারে খাদ্য বা পানীয়তে এমন কিছু মেশানো যাতে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা অখাদ্য হয়ে যায়, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামি শাস্তি আইন অনুসারে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের জন্য শাস্তি দেওয়া বিধান রয়েছে। এ সকল অপরাধের জন্য হুদুদ তথা নির্ধারিত শাস্তি না থাকলেও তাযীরী শাস্তির আওতায় বিচারক শাস্তি দিতে পারেন। ফলে বিচারক তাকে অন্যদেশে সাময়িক ও চিরস্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করতে পারে। ইমাম মালেকের মতে অনৈতিক উপায় অবলম্বন করে অর্জিত মাল গরীব অনাথ ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা সংশোধন ও তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ব্যবসা থেকে দূরে রাখতে হবে।[৪১]

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ এর ধারা ৫ অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন বিক্রি বা ব্যবহার করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া এটি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ আইনের ধারা ১৫ অনুসারে ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার, বিক্রি বা সংরক্ষণের জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ১৪ অনুসারে যেসব পণ্য নির্ধারিত মান পূরণ করবে সেগুলোকে BSTI মানচিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। এ মানচিহ্ন ভোক্তাকে পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত করে, যা ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এ অধ্যাদেশের ধারা ১৫ অনুসারে অনুমতি ছাড়া BSTI মানচিহ্ন ব্যবহার করা বা জাল মানচিহ্ন ব্যবহার করা অপরাধ। এ আইনে ধারা ১৮ অনুসারে নির্ধারিত মান অনুসরণ না করে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করলে ২ বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। ইসলামে সমাজের ক্ষতিকর কাজ প্রতিরোধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

মাছ ও মাছজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ এর ধারা ১০ অনুসারে মানহীন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মাছ বা মাছজাত পণ্য উৎপাদন, বিক্রি বা

40. Al-Quran, 83:1-3
41. Abula kalam patoyari, op.cit, pp. 44-45

রপ্তানি করা যাবে না। এ আইনে ধারা ১৭ অনুসারে মান নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘন করলে জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আইন ২০১৪ এর ধারা ১২ অনুসারে হোটেল বা রেস্টুরেন্টে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না। এ আইনের ধারা ২০ অনুসারে আইনের বিধান লঙ্ঘন করলে জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এর ধারা ১০ অনুসারে অবৈধ বা ক্ষতিকর উপাদান যুক্ত মাছ ও প্রাণী খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় বা সরবরাহ করা যাবে না। এ আইনে ধারা ১৫ অনুসারে মান লঙ্ঘন, ভেজাল বা ক্ষতিকর খাদ্য সরবরাহ করলে জরিমানা বা কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর ধারা ৪৩ দ্বারা ভোক্তাকে প্রতারণা করে নিম্নমানের বা ভেজাল খাদ্য বিক্রি করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। ইসলামি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূণ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪২]

খাদ্যে ভেজাল দেওয়া মূলত ভোক্তার সাথে প্রতারণা। তাই এই ধারা ইসলামের ব্যবসায়িক নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নমানের, ক্ষতিকর বা ভেজাল খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ করে, ভেজাল খাদ্য পরিবেশন ভোক্তার সাথে প্রতারণা; যা ইসলামের ক্ষতি প্রতিরোধ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামে এমন কাজ নিষিদ্ধ যা মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। ফরমালিনযুক্ত খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; তাই এই ধারা ইসলামের ক্ষতি প্রতিরোধ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামে সমাজের ক্ষতিকর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

মূলনীতি চার : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (কল্যাণ সাধনের চেয়ে অকল্যাণ প্রতিরোধ প্রাধান্যপ্রাপ্ত)

ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদ তথা ফকিহ্গনের নিকট এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এই মূলনীতিকে কুরআন এবং হাদিসের আলোকে উনারা ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে বড় পাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে, তবে তাদের পাপ উপকারের চেয়ে বড়।[৪৩]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে মদ ও জুয়াতে কিছু উপকার থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাদের ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি, তাই এগুলো হারাম করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে ক্ষতির প্রতিরোধ কল্যাণের চেয়ে অগ্রগণ্য।

42. Imam Muslim, Op. cit., Hadith no: 102
43. Al-Quran, 2:219

আয়িশা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لولا أنَّ قومَك حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ لهدَمْتُ الكعبةَ وجعَلْتُ لها بابينِ "যদি না তোমার জাতি নতুন জাহেলিয়াত থেকে বের হয়ে আসতো, তাহলে আমি কাবা ঘর ভেঙে দিতাম এবং তার জন্য দুটি দরজা বানাতাম।"[৪৪]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাকে ইবরাহিম (আ.)-এর প্রকৃত ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করার কল্যাণকর কাজ পরিত্যাগ করেছেন, কারণ এতে মানুষের মধ্যে ফিতনার (গোত্রীয় বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি) সম্ভাবনা ছিল। এটি দেখায় যে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ করা কল্যাণকর কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

খাবারের ক্ষেত্রে এই মূলনীতির প্রয়োগ কয়েকভাবে করা যায়। যেমন:

১. ক্ষতিকর খাবার থেকে বাঁচা: যদি কোনো খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় (যেমন: দূষিত, বিষাক্ত, হারাম বা স্বাস্থ্যহানিকর), তবে তা পরিহার করা উচিত, যদিও তা স্বাদে বা পুষ্টিগুণে উপকারী হতে পারে। কারণ, ক্ষতি থেকে বাঁচা উপকার পাওয়ার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য।

২. অ্যালার্জি বা অসহিষ্ণুতা: যদি কোনো খাবার কারও শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয় (যেমন: কোনো নির্দিষ্ট খাবারে অ্যালার্জি বা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স), তবে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, যদিও তা পুষ্টিকর বা সুস্বাদু হয়।

৩. অপবিত্র বা সন্দেহযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা: ইসলামি বিধানের আলোকে যদি কোনো খাবার হারামের সন্দেহে পড়ে, তবে তা বর্জন করা শ্রেয়, যদিও তা স্বাদে আকর্ষণীয় বা পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয়।

৪. অতিরিক্ত খাবার গ্রহন না করা: অতিরিক্ত খাবার গ্রহণে স্থূলতা, হজমের সমস্যা বা অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই উপকারিতা থাকলেও সংযত থাকা উত্তম, কারণ ক্ষতি প্রতিরোধই মূলনীতি অনুসারে অগ্রাধিকার পাবে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ধারা ৪৪ দ্বারা পণ্য বা সেবার বিষয়ে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে। মিথ্যা বিজ্ঞাপন ভোক্তাকে প্রতারণা করার একটি উপায়, যা ইসলামি নৈতিকতার পরিপন্থী, এছাড়াও এটি ইসলামে ব্যবসায় সত্যবাদিতা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।[৪৫]

'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪' এর ৪.২.২ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, "বিজ্ঞাপনে প্রতিযোগী পণ্যের তুলনা বা নিন্দা করে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যাবে না এবং এমন কোন

44. Imam Bukhari, Op. cit., Hadith No: 1586; Imam Muslim, Op. cit., Hadith No: 1333
45. Abū Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidi, *As-Sunan* (Cairo: Matbaah Mustafa al-babi al- Halabi, 1395H), Hadith No: 1209

বর্ণনা বা দাবী প্রচার করা যাবে না যাতে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতারিত হতে পারে।"[৪৬] মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যবসায়ীর বিক্রি বেশি হলেও এর দ্বারা ক্রেতার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এটি নিষিদ্ধ।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা একটি সাধারণ রীতি, কিন্তু অসম প্রতিযোগিতা বা অসৎ প্রতিযোগিতা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি তৈরি করে। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের ধারা ১৫ অনুসারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ[৪৭], মনোপলি[৪৮], ওলিগপলি[৪৯], জোটবদ্ধতা[৫০] ও কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিষিদ্ধ। ইসলামে এ সকল অসৎ ও অসম প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধের বিষয়টি কল্যাণ সাধনের চেয়ে অকল্যাণ প্রতিরোধ প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূলনীতি পাঁচ : বাজার তদারকিতে আল হিসবাহ[৫১] নীতির প্রয়োগ

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর ধারা ৫ দ্বারা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। এটি খাদ্য নিরাপত্তা তদারকি করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠন। প্রতিযোগিতা আইনের ধারা ৫ এর মাধ্যমে সরকার প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তথা উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য 'আল-হিসবাহ' ব্যবস্থাপনার আওতায় মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন।[৫২] খলীফা উমর রা. নিজেই বাজারে ঘুরে বেড়াতেন এবং এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়িক তৎপরতা রোধে ভূমিকা রাখতেন। উমর রা. চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতেন, ব্যবসায়ীদেরকে সব ধরনের প্রতারণা বর্জনের নির্দেশ দিতেন, সতর্ক

46. Bangladesh Gazette, *National Broadcasting Policy 2014*, (Dhaka: Government of Bangladesh, 6 August 2014), p. 16713
47. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion)- অর্থ সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতা। (Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. *The Competition Act 2012,* (Dhaka: Government of Bangladesh, 2012) Section, 2.1.Tha)
48. মনোপলি অর্থ মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা। (The Competition Act 2012, 2.1.nao)
49. ওলিগপলি অর্থ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন অবস্থা। (The Competition Act 2012, 2.1.ga)
50. জোটবদ্ধতা অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ (Acquisition) বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা বা অংগীভূত বা একীভূত হওয়া (Merger)| (The Competition Act 2012, 2.1.za)
51. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরী'আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরী'আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে। (Md. Zafar Ali, Op.cit. p. 43)
52. Imam Muslim, Op. cit., Hadith no: 102

করতেন এবং প্রতারণাকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন ওতবাহকে বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।[৫৩] উমর রা. হিসবাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আল-হারিছ ইবনুল আস ও সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[৫৪] আলী রা.-ও হিসবাহ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন।[৫৫] ইসলামি খিলাফতের সকল খলীফা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শাসনামলে নিয়মিত বাজার তদারকি করা হতো।[৫৬]

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন ইসলামের হিসবা ব্যবস্থার আধুনিক রূপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে বাজার ব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্র বাজার-প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য কর্মচারী নিয়োগ করবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

> عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ اَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.
>
> হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসূদের সাথে মদীনার বাজার কর্মচারী ছিলাম এবং আমরা নবতীদের কাছ থেকে আমদানি কর এক দশমাংশ আদায় করতাম।[৫৭]

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অর্ডিনেন্স ১৯৮৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধ্যাদেশের ধারা ৩ ও ৪ অনুসারে BSTI পণ্যের মান নির্ধারণ, পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে। মান নির্ধারণের মাধ্যমে নিম্নমানের বা ভেজাল পণ্য বাজারে আসা প্রতিরোধ করা হয়, যা ইসলামের বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ‘আল হিসবাহ’-এর অন্তর্ভুক্ত।

মাছ ও মাছজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ এর ধারা ৭ অনুসারে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন ও লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। লাইসেন্স ও নিবন্ধন ব্যবস্থা বাজারে শৃঙ্খলা ও মান বজায় রাখতে সহায়ক। মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধের বিচার করতে পারেন। এ আইনের ধারা ৬ অনুসারে মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন বিশেষ আইনের অধীনে (যেমন নিরাপদ খাদ্য আইন, ভোক্তা অধিকার আইন ইত্যাদি) অভিযান পরিচালনা করতে পারে। এ

53. Ata Śāha'ōȳī, *Al Hisbah Fil Islam* (Kuwait: Matbaah Dar al-Uruba, ND), p. 104
54. Khālid khalīl Aẓ Ẓāhir & Ḥasan Musṭafā Tabarrā’, *Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī* (Amman: Dārul Masīrah, 1997), p. 120
55. Md. Zafar Ali, Op.cit. p. 44
56. Md. Zafar Ali, Op.cit. p. 47
57. Mālēk bin ānās bin āmēr, Op.cit., Hadith No: 977

আইনের ধারা ৭ অনুসারে অপরাধ প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তি প্রদান করা যায়। ইসলামে অপরাধ দমন ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনের ধারা ৯ এর ক্ষমতাবলে মোবাইল কোর্ট বাজার তদারকি ও জনস্বার্থ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা করতে পারে। বাংলাদেশে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আইন ২০১৪ এর ধারা ৬ অনুসারে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট পরিচালনার জন্য সরকারি লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এর ধারা ৭ অনুসারে মাছ ও প্রাণী খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির জন্য লাইসেন্স ও অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

লাইসেন্স ব্যবস্থা বাজারে শৃঙ্খলা ও মান বজায় রাখতে সহায়ক। ইসলামে সমাজের ক্ষতি প্রতিরোধ ও জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তদারকি বৈধ। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় বাজার তদারকির জন্য হিসবা ব্যবস্থা চালু ছিল। সর্বোপরি, মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থা, ভোক্তা অধিকার, বিএসটিআই, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, প্রতিযোগিতা কমিশন ইত্যাদি ইসলামের হিসবা ব্যবস্থার আধুনিক প্রয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে বাজার তদারকি ব্যবস্থা (হিসবা) চালু ছিল। ইসলামে সমাজের ক্ষতিকর কাজ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে হিসেবে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন ইসলামের ‘আল হিসবাহ’ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূলনীতি ছয় : মাকাসিদুশ শরিয়াহ (مقاصد الشريعة)

ইসলামি শরীয়াহর প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, জীবন রক্ষা (حفظ النفس) ও সম্পদ রক্ষা (حفظ المال), যার সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ভোক্তার জীবনের জন্য ঝুঁকি এবং অর্থ অপচয়ই ঘটায়। এছাড়াও মাকাসিদুশ শরিয়ার মূলনীতি ‘মাসালেহ আল মুরসালা’ তথা সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার নীতিটি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। খাদ্য নিরাপত্তা ও ভোক্তা সুরক্ষার বিদ্যমান আইন মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সহায়ক, যা মাকাসিদুশ শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪১ দ্বারা পণ্যে অনিরাপদ বা মানহীন পণ্য বিক্রি করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। এটি ইসলামি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অনিরাপদ খাদ্য মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর, সুতরাং মাকাসিদুশ শরিয়ার জীবন সুরক্ষা নীতির আওতায়ও খাদ্যে ভেজাল নিষিদ্ধ।

দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৭৩ ধারানুসারে মানুষের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রি করা অপরাধ। এই ধারা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধ করে, যা ইসলামের ক্ষতি প্রতিরোধ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারা ২৭৪ অনুসারে ভেজাল ওষুধ প্রস্তুত করা বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর ওষুধ তৈরি করা অপরাধ। দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ২৭৫ অনুসারে ভেজাল বা ক্ষতিকর ওষুধ বিক্রি করাও অপরাধ। ধারা ২৭৬ অনুসারে ওষুধ

বা খাদ্যের প্রকৃতি বা গুণমান সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া অপরাধ। ইসলামে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا

"হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর।"[৫৮]

ভেজাল ওষুধ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, যা ইসলামের জীবন রক্ষার নীতির পরিপন্থী।

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ এর ধারা ৬ অনুসারে ফরমালিন সংরক্ষণ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। ইসলামে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মাকাসিদুশ শরিয়াহ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ফরমালিনের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়ক। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি মাসালেহ (المصالح), সাদ্দুয যারায়ে (سد الذرائع) ও মাকাসেদুস শরীয়াহ (مقاصد الشريعة) ইত্যাদি ফিকহী কায়েদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদুশ শরীয়ার ভিত্তিতে বিধান প্রণয়নে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন- ১. কল্যাণ অত্যাবশ্যক হওয়া, ২. কল্যাণের পরিধি সার্বজনীন হওয়া, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ ধর্তব্য নয়, ৩. কল্যাণ বাস্তবসম্মত হওয়া, ধারণাপ্রসূত না হওয়া।[৫৯] ইমাম গাযালীর তিনটির শর্তের উপযোগিতা থাকায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, ক্ষতিকর উৎপাদন, মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মাকাসিদুশ শরীয়ার পাঁচটি বিষয়ের সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষার্থেও খাদ্যে ভেজার, ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রণ নিষিদ্ধ।

ইসলামি দিকনির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের খাদ্যব্যবস্থা নিরাপদকরণে কতিপয় সুপারিশ

বর্তমান বাংলাদেশে যেই পরিমাণ ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্যের ছড়াছড়ি তা থেকে উত্তরণ এবং ইসলামি দিকনির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্যব্যবস্থা উন্নতিকরণ ও নিরাপদকরণে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো। যথা:

- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের মধ্যে সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত আইনগত কাঠামো গঠন করা।
- বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিএসটিআই হালাল সার্টিফিকেট দিলেও এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সীমিত। তাই স্বতন্ত্র ' হালাল-তায়্যিব সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ' নামে হালাল সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা।
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও ইসলামি স্কলারদের সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে 'সমন্বিত টাস্কফোর্স গঠন' করা।
- হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য উৎপাদকদের লাইসেন্স নবায়নকে অডিট কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা।

58. Imam At Tirmiji, Op. cit., Hadith No: 2038
59. Ābu hāmid muhām'mad bin muhām'mad Al gāzālī, *āl mustaphā phi ilamil usūla* (Bairuta: Dāru kutubula ilamiẏyāha, 1413H), vol. 1, p. 296

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও প্রশিক্ষণ, জরিমানা, লাইসেন্স স্থগিত, কারাদণ্ড ইত্যাদি শাস্তি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা।
- মোবাইল কোর্ট অভিযান নিয়মিত করণ এবং অভিযানের সংখ্যা বাড়ানো।
- খাদ্য ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পরিদর্শকদের জন্য বাধ্যতামূলক খাদ্য নিরাপত্তা ট্রেনিং দেওয়া।
- ইমাম, খতিব ও ইসলামি স্কলারদের মাধ্যমে 'খাদ্যে প্রতারণা হারাম' বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- স্কুল কারিকুলামে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও ইসলামি নৈতিকতা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও পরবর্তী গবেষণার সুযোগ

বর্তমান গবেষণাটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো হলো:

প্রথমত, এটি প্রধানত বর্ণনামূলক (descriptive) হওয়ায় মাঠপর্যায়ের (empirical) তথ্য যেমন জরিপ বা কেস স্টাডি বিশ্লেষণ সীমিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, আইন বাস্তবায়নের কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার (ভোক্তা, ব্যবসায়ী, নিয়ন্ত্রক সংস্থা) এর বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের সুযোগ সীমিত ছিল। ফলে বাস্তব চিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন কিছুটা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, মাঠপর্যায়ের জরিপ ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি হিসবাহ মডেলের আধুনিক প্রয়োগ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আইনি প্রয়োগের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে। চতুর্থত, প্রযুক্তিনির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা (digital monitoring, AI-based detection) এবং ইসলামি নৈতিকতার সমন্বয়ে নতুন মডেল উন্নয়ন ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি শরীয়তের দিকনির্দেশনাগুলি নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ আর ইসলাম সর্বজনীন জীবনব্যাবস্থা, তাই ইসলামের দিকনির্দেশনা আর দেশীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনসমূহ অনুসরণ করলে দেশের সকল স্তরের মানুষের নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সময়ে সময়ে নির্দেশনা,

আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণীত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় প্রতিয়মনা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কাঠামো মূলত ইসলামি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এর কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে যথাযথ বাস্তবায়ন, তদারকি ও জবাবদিহিতার ওপর। এভাবে গবেষণাটি ইসলামি আইন ও আধুনিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। সর্বোপরি, ফিকহী মূলনীতিভিত্তিক একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং তা কার্যকর নীতি, বাস্তবায়ন কৌশল ও তদারকি কাঠামোর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হলে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে এবং তা জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

Bibliography

Al-Quran

Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ Al-Sahīh* (Beirut: Dar At toukon Najat, 1422 H)

Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj, As-sahīh (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabi, 1999)

Abū Dauad Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani, *As-Sunan* (Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H)

Ābu hāmid muhām'mad bin muhām'mad Al gāzālī, *āl mustaphā phi ilamil usūla* (Bairuta: Dāru kutubula ilamiẏyāha, 1413H), vol. 1

Abū Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidi, *As-Sunan* (Cairo: Matbaah Mustafa al-babi al- Halabi, 1395H)

Abula kalam patoyari, “Munaphakhori, majudadari, drabyamulyera urdhbagati o bhejal pratirodhe karaniya: Islami dristikon”, *Islami Ain O Bichar,* Vol. 5, Issue: 20, 2009; Vol. 5, Issue: 21, 2010

Aishawarya Arefin, Paroma Arefin, Md. Shehan Habib and Md. Saidul Arefin, “Study on Awareness about Food Adulteration and Consumer Rights among Consumers in Dhaka, Bangladesh”, *Journal of Health Science Research,* Vol 5(2), 2020

Amirul Islam, “Islamic Guidelines for Preventing Food Adulteration the Food Vendor’s Practice context”, *Islami Ain O Bichar,* Vol. 19, Issue: 76, 2023

Amirul Islam, “The Behavioral Role of the Buyer in the Adulteration of Food: An Islamic Perspective”, *Islami Ain O Bichar,* Vol. 20, Issue: 79-80, 2024

Ata Śāha'ōẏī, *Al Hisbah Fil Islam* (Kuwait: Matbaah Dar al-Uruba, ND), p. 104

Bangladesh Gazette, *National Broadcasting Policy 2014*, (Dhaka: Government of Bangladesh, 6 August 2014)

Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, “Advertising Policy in Bangladesh: An Analysis in the Light of Islamic instructions”, *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 11, Issue 2, July-December 2021

Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, “Consumer Rights Protection Act 2009 : A Review in the Light of Islamic instructions”, *Jagannath University Journal of Arts,* Volume 13, Issue 2, July-December 2023

Dr. Mohammad Nurul Amin & Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, “Responsibilities of Buyer-Seller in Business from an Islamic Perspective: A Review”, *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 13, Issue 1, January-June 2023

Dr. Mohammad Saleh Uddin, “Food Security and Islam: Perspective Sustainable Development Goal”, *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 11, Issue 2, July-December 2021

Dr. Syed Hamid Farooq Bukhari, “Purity and Protection Islamic Standards in Halal Certification and Food Safety”, *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities*, Vol. VII, No. 3 (July – Sep 2023)

Food and Agriculture Organization, *Food Safety and Quality Management Szstems* (Rome: FAO, 2020)

Ihtesamul Haque, Consumer Rights: Bangladesh Perspective”, Islami Ain O Bichar, Vol. 8, Issue: 30, 2012; Mehedi Hasan, Consumer Behaviour in the Light of Islam”, Islami Ain O Bichar, Vol. 17, Issue: 66, 2023

Khālid khalīl Aẓ Ẓāhir & Ḥasan Musṭafā Tabarrā’, *Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī* (Amman: Dārul Masīrah, 1997)

Kharis Nugroho, Zaduna Fiddarain, Muhammad Hilmie & Miftah Khilmi Hidayatulloh, “Conceptual Analysis of Food Safety Based on Ethical and Legal Perspectives in the Qur'an and Hadith”, *Taqaddumi : Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 4, no. 2 (2024)

M. Mufizur Rahman, S. M. Lutful Kabir, M. Minara Khatun, M. Hasibur Rahman & Nazma Parvin Ansari, “Past, present and future driving force in the enforcement and management of food safety law in Bangladesh”, *Health, Safety and Environment*, Vol. 2, No. 4, 2014

Mālēk bin ānās bin āmēr, *Muẏāttā* (ābu dābawi: mu'āsasāsātu jāẏēd bin sulatān, 1425H)

Marwan Haddad, “An Islamic perspective on food security management”, *Water Policy*, vol 14, Issue 1, 2012

Md Sahanur Rahman, *Nirapad khadya niacitkaran: Suaasaner cyalenj O uttaraner upay* (Dhaka: Transparency International Bangladesh – TIB, 2014)

Md. Zafar Ali, The Instructions of the Prophet (PBUH) to Prevent Adulteration in the Manufactured Food Products", *Islami Ain O Bichar,* Vol. 18, Issue: 69-70, 2022

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Bangladesh Hotel and Restaurant Act, 2014* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2014)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Consumer Rights Protection Act, 2009* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2009)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Act, 2020* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2020)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Fish Feed and Animal Feed Act, 2010* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2010)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Formalin Control Act, 2015* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2015)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *Safe Food Act, 2013* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2013)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. *The Competition Act 2012* (Dhaka: Peoples republic of Bangladesh, 2012)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the Republic of Bangladesh, Food safety Act. 2013, Act No. 43 of 2013, Dhaka, 10 October, 2013

Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Sa'adan Man, "Parameters of food safety from the perspective of Hadith", *Online Journal of Research in Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1(2018)

Muhammad Mofazzal Hossain Rasel & Muhammad Omar Faruq, "Marketing principles in the light of Islam", *Jagannath University Journal of Arts*, Volume 12, Issue 2, July-December 2022

Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, "The Competition Act, 2012 : A Shari'ah Review", Islami Ain O Bichar Journal, Vol. 19, Issue:76, October-December 2023;

Muhammad Mufizur Rahman, Mst Minara Khatun, M. Hasibur Rahman & Nazma Parvin Ansary, "Food safety issues in Islam", *Health, Safety and Environment*, Vol. 2, No. 6, 2014

Nayla Basma, "Addressing the Human Rights Violation of Food Adulteration in Bangladesh", The Journal Of Global Health, Vol. VII, Issur ii, 2017

Palmawati Tahir & Muhamad Muslih, "Halal and Safe Food in Islamic Law", *Batulis Civil Law Review*, Volume 4, Issu 1, May 2023

Rashed Noor & Farahnaaz Feroz, "Food safety in Bangladesh: A microbiological perspective", *Stamford Journal of Microbiology*, Vol. 6, Issue 1, 2016, pp. 1-6; Md. Yusuf Ali, "Food safety in Bangladesh", *Faridpur Medical College Journal*, Voll. 9, issue 2

Rashed Noor & Farahnaaz Feroz, "Food safety in Bangladesh: A microbiological perspective", *Stamford Journal of Microbiology*, Vol. 6, Issue 1, 2016

Rofiul Wahyudi, Lu'liyatul Mutmainah & Maimunah Binti Ali, "Halal food based on maqasid al-shari'ah perspective", *Journal of Halal Science and Research,* 2021

S M Solaiman and Abu Noman Mohammad Atahar Ali, "Rampant Food Adulteration In Bangladesh: Gross Violations Of Fundamental Human Rights With Impunity", *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law,* Volume 14: Issue 1-2

World Health Organization, *Food Safety* (Geneva: WHO, 2022)